প্রথম আলো

তারিখ 04 MAR 2014
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 2

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

শিক্ষার গুণগত ঘাটতিতেই শিক্ষার্থীর দক্ষতায় কমতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশের বিদ্যালয়গুলোর বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই তাদের শ্রেণীতে প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে না। খুব সীমিতসংখ্যক শিক্ষার্থী প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে। ঝরে পড়ার হারও এখনো যথেষ্ট উঁচু। শিক্ষার গুণগত ঘাটতি ও মান পরিমাপকের অভাবেই শিক্ষার্থীরা কার্যকর দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না।

বাংলাদেশের শিক্ষাবিষয়ক বিশ্বব্যাংকের এক পর্যালোচনা প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। 'উর্বর মাঠে বীজ বোনা : যে শিক্ষা বাংলাদেশের কাজে লাগবে' শীর্ষক ওই প্রতিবেদন নিয়ে গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে পরামর্শমূলক আলোচনা সভা হয়। সেখানেই প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরা হয়। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বেসরকারি সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযান।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদ্যালয়ের শিখনের মাত্রা নিচু ও অসম। পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সাক্ষরতা ও গাণিতিক দক্ষতার একটি মূল্যায়ন থেকে দেখা যায়, তাদের মধ্যে মাত্র ২৫ শতাংশ বাংলায় এবং ৩৩ শতাংশ গণিতে ঈপ্সিত দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে। নিচের শ্রেণীর যেসব শিক্ষার্থীর শিখনের মাত্রা নিচু, তাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই ঝরে পড়ার ঝুঁকি বেশি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে। তবে এখনো এ ক্ষেত্রে অসমতা আছে। এখনো বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত প্রায় ৫০ লাখ শিশু মূলত দারিদ্র্যের কারণে বিদ্যালয়ের বাইরে রয়ে গেছে। অন্যদিকে যেসব পরিবার সদ্য শহরে পাড়ি জমিয়ে বস্তিতে থাকে, তাদের শিশুদের ঝরে পড়ার ঝুঁকি বেশি।

বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া এবং একই শ্রেণীতে থেকে যাওয়ার হার আগের চেয়ে কমেছে। তবে এ হার এখনো যথেষ্ট উঁচু এবং তা আরও কমিয়ে আনা দরকার। ওপরের শ্রেণীতে ওঠার হার এখনো কম।

প্রতিবেদনে বলা হয়, শিক্ষাব্যবস্থার মূল সম্পদ শিক্ষক। কিন্তু অনেক শিক্ষকেরই তেমন একটা প্রশিক্ষণ নেই। সামাজিক মর্যাদা ও কর্মজীবন উন্নয়নের সুযোগ অপ্রতুল থাকায় তাঁদের মনোবল যথেষ্ট নয়। পড়ানোর বিষয় সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা শিক্ষার্থীদের শিখনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে উদ্ভাবনশীল হওয়ার বা সহকর্মীদের কাছ থেকে শেখার ব্যাপারে শিক্ষকদের উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই।

শিক্ষাকে শ্রমবাজার উপযোগী করার ওপর মনোযোগ ও জোর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় প্রতিবেদনে। একই সঙ্গে শিক্ষার গুণগত ঘাটতির বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও গুণমানের ঘাটতি থাকার বিষয়টি মেনে নিয়ে বলেন, 'শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে আমরাও সন্তুষ্ট নই। মানোন্নয়ন করাই আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ।'

প্রতিবেদনের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন গণসাক্ষরতা অভিযানের ভাইস চেয়ারম্যান মনজুর আহমেদ। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের মানব উন্নয়ন পরিচালক জেকশো এনকেল, শিক্ষাবিষয়ক ব্যবস্থাপক অমিত দর, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আরাস্ত খান, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান প্রমুখ।